তারিখ 26 JAN 2017
পৃঃ ৩ ১

সমকাল

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের আশায় সিলেটবাসী

■ চয়ন চৌধুরী, *সিলেট ব্যুরো*

সিলেট নগরীর দুটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে প্রহর গুনছেন স্থানীয়রা। এর মধ্যে একটি এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, অন্যটি সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সিলেট মেডিকেল স্কুল ১৯৬২ সালে আন্দোলনের মুখে মেডিকেল কলেজে উন্নীত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কলেজ ক্যাম্পাস নগরীর চৌহাট্টা থেকে কাজলশাহে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৬ সালে নাম কলেজটির নামকরণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানীর নামে। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার আশ্বাস দেন। গত বছর সিলেটে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এমন ইঙ্গিত দেন।

অন্যদিকে, বিশেষায়িত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে নগরীর উপকণ্ঠে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু শুরু থেকে অনিয়মিত ও ভাড়া করা শিক্ষকদের মাধ্যমেই কলেজের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া একদিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হলেও কলেজটি পলিটেকনিক অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি থাকলেও প্রতিষ্ঠাকালীন জটিলতার কারণে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়াই সম্ভব হচ্ছে না। কলেজ ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শিপু দাস সমকালকে বলেন, বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কিছু জটিলতার জন্য কলেজটি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাচ্ছে না। শুরু থেকে সিলেট পলিটেকনিকের অধ্যক্ষকে দিয়ে এই কলেজ পরিচালিত করার পাশাপাশি অনিয়মিত ও ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চলছে। এ সংকট উত্তরণে তিনি দ্রুত কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবি জানান।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সিলেট জেলার সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, ওসমানী মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছি। কয়েক মাস আগে অর্থমন্ত্রী নিজেও এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্যই সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়। এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করলে শুধু সিলেটবাসী নয়, পুরো দেশ উপকৃত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি